রিসালা নং: ১১

বিচিত্র
ঘোড়ার আরোহী

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩
বিচিত্র ঘোড়ার আরোহী	৪
প্রিয় নবী ﷺ এর চারটি বাণী:	৫
কর্জ নিয়েও কি কুরবানী করতে হবে?	৬
পুলসিরাতের বাহন	৬
কুরবানী দাতারা চুল ও নখ কাটবেন না	৮
গরীবদের কুরবান	৯
মুস্তাহাব কাজের জন্য গুনাহের অনুমতি নেই	৯
কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য কি পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে?	১০
সময়ের মধ্যে শর্তাবলী পাওয়া গেলেই কুরবানী ওয়াজিব হবে	১২
কুরবানীর ১২টি মাদানী ফুল	১৩
ত্রুটিপূর্ণ পশুর বিবরণ, যা দ্বারা কুরবানী হয় না	১৬
জবেহ করার মধ্যে কয়টি রগ কাটা উচিত?	১৯
কুরবানীর পদ্ধতি	২০
কুরবানীর পশু জবেহ করার পূর্বে নিম্নলিখিত দোয়া পড়বেন	২১
মাদানী আবেদন	২২
ছাগল জান্নাতী পশু	২৩
পশুর উপর দয়া করার আবেদন	২৩
মৃত্যুর পর মজলুম পশু নিয়োজিত হতে পারে	২৫
কুরবানীর সময় তামাশা দেখা কেমন?	২৬
কুরবানীর পশুকে আরাম দান করুন	২৭
পশুকে পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় জবেহ করবেন না	২৮
ছাগল ছুরির দিকে দেখছিল	৩০
জবেহের জন্য পা ধরে হেঁচড়িও না	৩০
মাছির প্রতি দয়া করায় মাগফিরাতের কারণ হয়ে গেল	৩০

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” **(আল কওলুল বদী)**

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
মাছি মারা কেমন ?	৩১
কুরবানীতে আকীকার অংশ	৩২
সম্মিলিত কুরবানীর মাংস ওজন করে বন্টন করতে হবে	৩২
অনুমানের ভিত্তিতে মাংস বন্টনের দু’টি কৌশল	৩৩
কুরবানীর মাংসের তিন ভাগ	৩৪
ওসিয়্যতের কুরবানীর মাংসের মাসআলা	৩৫
ছয়টি প্রশ্নোত্তর	৩৫
চাঁদার টাকা দিয়ে সম্মিলিতভাবে কুরবানীর গরু ক্রয় করা	৩৬
গরীবদেরকে চামড়া সমূহ সংগ্রহ করতে দিন	৩৬
চামড়ার জন্য অনর্থক বাড়াবাড়ি করবেন না	৩৮
সুন্নী মাদরাসাসমূহের চামড়া সংগ্রহ করবেন না	৩৯
সুন্নী মাদরাসাকে চামড়া নিজে গিয়ে দিয়ে আসুন	৪০
নিজের কুরবানীর চামড়া বিক্রি করে দিল, তবে ?	৪১
কসাই এর জন্য ২০টি মাদানী ফুল	৪২
মাংসের এমন ২২টি অংশ, যা খাওয়া যাবে না	৫২
রক্ত	৫৩
হারাম মজ্জা	৫৪
পাট্টা	৫৪
শরীরের গাঁট	৫৫
অন্ডকোষ	৫৫
ওজুরি	৫৬
কুরবানীর চামড়া সংগ্রহকারী জন্য ২২টি নিয়্যত এবং সতর্কতা	৫৬
একটি গুরুত্বপূর্ণ শরীয়াতের মাসয়ালা	৬১
তথ্যসূত্র	৬৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَالله স্মরণে এসে যাবে।” **(সা’য়াদাতুদ দা’রাঈন)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

বিচিত্র ঘোড়ার আরোহী

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এই রিসালা সম্পূর্ণ পাঠ করুন। اِنْ شَآءَالله কুরবানী সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলগণের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “হে লোকেরা! নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, তোমাদের মধ্যে যে আমার প্রতি দুনিয়াতে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।” **(আল ফিরদৌস বিমাচুরিল খাত্তাব, ৫ম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮১৭৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” **(হাকিম)**

বিচিত্র ঘোড়ার আরোহী

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন ইছহাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার ভাই দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যতে প্রতি বছর কুরবানীর ঈদে কুরবানী করতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর আমি স্বপ্নে দেখলাম; কিয়ামত সংগঠিত হয়ে গেছে আর মানুষ তাদের নিজ নিজ কবর থেকে বের হয়ে এসেছে। হঠাৎ আমার মরহুম ভাইকে একটি সুন্দর বিচিত্র বর্ণের ঘোড়ায় আরোহী অবস্থায় দেখলাম। তাঁর সাথে আরো অনেক ঘোড়া ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ‘হে আমার ভাই! مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন: ‘**আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।’ (জিজ্ঞাসা করলাম) “কোন আমলের কারণে?” উত্তরে বললেন: “একদিন কোন এক গরীব বৃদ্ধা মহিলাকে সাওয়াবের নিয়্যতে আমি একটি দিরহাম দান করেছিলাম, ঐ দানই কাজে এসেছে।” আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম: “এগুলো কিভাবে পেলেন?” উত্তরে বললেন: “এই সব ঘোড়া আমার কুরবানীর ঈদের (আমার দেওয়া) কুরবানীর পশু আর

> **রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

যেই ঘোড়ায় আমি আরোহণ করেছি তা আমার জীবনের প্রথম কুরবানী।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “এখন কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছেন?” তিনি উত্তরে বললেন: “জান্নাতের উদ্দেশ্যে”। এই কথা বলে তিনি আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। (দুর্‌রাতুন নাছেহীন, ২৯০ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ এর চারটি বাণী:

(১) “কুরবানী দাতার কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি লোমের পরিবর্তে একটি করে নেকী অর্জিত হয়।” (তিরমিযি, ৩য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৯৮) (২) “যে খুশি মনে সাওয়াব লাভের নিয়্যতে কুরবানী করল, তবে তা (সে কুরবানী) জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।” (আল মুজামুল কবীর, ৩য় খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৩২) (৩) “হে ফাতেমা! নিজের কুরবানীর পশুর নিকট উপস্থিত থাকো, কেননা যখন এটার রক্তের প্রথম ফোঁটা পড়বে, তোমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।”

(আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৯ম খন্ড, ৪৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৯১৬১) (৪) “যে ব্যক্তির কুরবানী করার সামর্থ্য থাকার পরও কুরবানী করে না, তবে সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটে না আসে।”

(ইবনে মাজাহ, ৩য় খন্ড, ৫২৯ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৩১২৩)

কর্জ নিয়েও কি কুরবানী করতে হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ব্যক্তি কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের ওয়াজিব কুরবানী আদায় করে না। তাদের জন্য চিন্তার বিষয় হলো, প্রথমে এটা কি কম ক্ষতি যে, কুরবানী না করার কারণে এত বড় সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হলো, আরো সে গুনাহগার ও জাহান্নামের হকদার সাব্যস্থ হলো। ‘ফতোওয়ায়ে আমজাদীয়া’র ৩য় খন্ডের ৩১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: “যদি কারো উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়, আর ঐ সময় তার কাছে টাকা না থাকে, তবে সে কর্জ নিয়ে বা কোন জিনিস বিক্রি করে হলেও কুরবানী করবে।”

পুলসিরাতের বাহন

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:“মানুষ কুরবানীর ঈদের দিন এমন কোন নেক

আমল করে না, যা **আল্লাহ পাকের** নিকট (কুরবানীর পশু যবেহের মাধ্যমে এর) রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে অধিক প্রিয়। (অর্থাৎ এই দিন কুরবানীর পশু যবেহ করে এর রক্ত প্রবাহিত করাটাই উত্তম ইবাদত।) এই কুরবানীর পশু কিয়ামতের দিন আপন শিং, লোম ও খুর (পা) নিয়ে উপস্থিত হবে এবং কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বেই **আল্লাহ পাকের** দরবারে কবুল হয়ে যায়। তাই তোমরা খুশী মনে কুরবানী করো।” **(তিরমিযী শরীফ, ৩য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৯৮)**

হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: ‘(কিয়ামতের দিন) কুরবানীর পশুকে কুরবানী দাতার নেক আমলের পাল্লায় রাখা হবে, যার মাধ্যমে নেকীর পাল্লা ভারী হবে।’ **(আশআতুল লুমআত, ১ম খন্ড, ৬৫৪ পৃষ্ঠা)** হযরত সায়্যিদুনা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: ‘(কুরবানীর পশুটি) তার জন্য বাহন হবে, যার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি খুব সহজভাবে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে এবং ঐ কুরবানীর পশুর প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কুরবানী দাতার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (জাহান্নাম থেকে মুক্তির) বদলা হিসেবে গণ্য হবে।’

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩য় খন্ড, ৫৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৭০। মিরআত, ২য় খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” **(কানযুল উম্মাল)**

কুরবানী দাতারা চুল ও নখ কাটবেন না

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক হাদীসে পাক (অর্থাৎ যখন জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন এসে যায় এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কুরবানী করতে চায় সে যেন নিজের চুল ও চামড়ায় হাত না লাগায়, তথা না কাটে।) এর ব্যাখ্যায় বলেন: “যে ধনী ব্যক্তি ওয়াজিব হিসেবে অথবা যে গরীব ব্যক্তি নফল হিসেবে কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ করে সে জিলহজ্জের চাঁদ দেখা থেকে শুরু করে কুরবানী করা পর্যন্ত নিজের নখ, চুল ও শরীরের মৃত চামড়া কাটবে না এবং অন্যকে দিয়েও কাটাবেনা। যাতে করে হাজী সাহেবানদের সাথে কিছু সাদৃশ্য হয়ে যায়। কেননা- তাঁরা (হাজীগণ) ইহরাম অবস্থায় ক্ষৌরকর্ম করতে পারেন না, যেন কুরবানী দাতার প্রতিটি চুল ও নখের (জাহান্নাম থেকে মুক্তির) বদলা হয়ে যায়। এ নির্দেশটা মুস্তাহাব, আবশ্যক নয়। (অর্থাৎ ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব। যদি সম্ভব হয় মুস্তাহাবের উপরও আমল করা উচিত। অবশ্য যদি কেউ চুল বা নখ কাঁটে তবে গুনাহগার হবেনা। এরকম করার দ্বারা কুরবানীতে কোন ক্ষতি

হয় না। কুরবানী শুদ্ধ হয়ে যাবে।) এজন্য কুরবানী দাতারা ক্ষৌরকর্ম না করাটাই উত্তম, কিন্তু এটা মানা আবশ্যক নয়। এর দ্বারা বুঝা গেলো, “ভালো জিনিসের সাদৃশ্যতাও ভালো।”

গরীবদের কুরবানী

মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আরো বলেন: ‘বরং যারা কুরবানী করতে অপারগ তারাও এই দশ দিন (অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন) ক্ষৌরকর্ম করবেন না। কুরবানীর ঈদের দিন ঈদের নামাযের পর ক্ষৌরকর্ম করবেন। তাহলে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ (কুরবানীর) সাওয়াব পাবেন।

(মিরআতুল মানাজিহ, ২য় খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা)

মুস্তাহাব কাজের জন্য গুনাহের অনুমতি নেই

মনে রাখবেন! প্রতি চল্লিশদিনের ভিতরে নখ কাটা, বগল ও নাভীর নিচের লোম পরিস্কার করা জরুরী। চল্লিশ দিনের চেয়ে বেশি দেরী করা গুনাহ। যেমন আমার আক্বা আ’লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: এ (অর্থাৎ- জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনে নখ

ইত্যাদি না কাটার) হুকুম শুধু মুস্তাহাব, আমল করলে উত্তম, আমল না করলে সমস্যা নেই। তাকে নাফরমানী বলা যাবেনা। কুরবানীর মধ্যে ক্ষতি হওয়ার কোন কারণ নেই। বরং যদি কোন ব্যক্তি ৩১ দিন থেকে কোন কারণে হোক বা কারণ ছাড়া হোক নখ না কাটে যে, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা গেছে তবে সে যদিও কুরবানী করার ইচ্ছা করে এই মুস্তাহাবের উপর আমল করতে পারবে না। কেননা এখন দশ তারিখ পর্যন্ত নখ রাখলে নখ কাটতে একচল্লিশদিন হয়ে যাবে আর চল্লিশদিন থেকে বেশি নখ রাখা গুনাহ। মুস্তাহাব কাজের জন্য গুনাহ করতে পারবে না।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৩৫৩-৩৫৪ পৃষ্ঠা)

কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য কি পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে?

প্রত্যেক বালিগ, স্থায়ী বাসিন্দা, মুসলমান পুরুষ-নারী, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের উপর কুরবানী ওয়াজিব। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা) নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঐ ব্যক্তির নিকট সাড়ে ৫২ তোলা রূপা অথবা তত পরিমাণ সম্পদের মূল্য অথবা তত

পরিমাণ সম্পদের ব্যবসার পণ্য অথবা তত পরিমাণ সম্পদের মৌলিক প্রয়োজন ছাড়া সরঞ্জাম থাকুক এবং তার উপর **আল্লাহ পাক** বা বান্দাদের এত কর্জ না থাকে যা আদায় করতে গিয়ে বর্ণিত নিসাব বাকী থাকবে না। ফোকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ الله বলেন: মৌলিক প্রয়োজন (অর্থাৎ জীবনের প্রয়োজনীয়তা) থেকে ঐ জিনিস উদ্দেশ্য যেগুলোর সাধারণ ভাবে মানুষের প্রয়োজন হয় এবং এগুলো ছাড়া জীবন ধারণ করা খুবই কঠিন আর অভাব অনুভূত হয় যেমন- থাকার ঘর, পরিধানের কাপড়, বাহন, ইলমে দ্বীনের কিতাবসমূহ এবং পেশার সরঞ্জাম ইত্যাদি। (আল হিদায়া, ১ম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা) যদি ‘মৌলিক প্রয়োজন’ এর সংজ্ঞা চোখের সামনে রাখা হয়, তবে ভালভাবে জানা যাবে যে, “আমাদের ঘরের অনেক জিনিস” এমন রয়েছে, যা মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত নয়। এমনকি যদি ঐ গুলোর মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা’র সমপরিমাণে পৌঁছে তবে কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। যদি কোন লোকের নিকট থাকার বাড়ি ব্যতীত আরো বাড়ি রয়েছে, যা ভাড়া দেয়া হয় কিংবা ব্যবহারের গাড়ি ব্যতীত আরো গাড়ি রয়েছে, যা ভাড়া দেয়া হয় এবং এই ভাড়া দ্বারাই সেই ব্যক্তির

ভরণপোষণ চলে, এর আয় থেকেই তার পরিবারের ভরণপোষণ পূরণ হয়, অনুরূপভাবে এমন ক্ষেত খামারের জমিন রয়েছে বা মহিষ বা অন্যান্য পশু রয়েছে এবং এর থেকে অর্জিত আয় থেকেই তার ও তার পরিবারের ভরণপোষণ পূরণ হয় তবে এই সকল বস্তুর দাম যদিও নিসাবের সমপরিমাণের চেয়ে বেশিও হয়, এর কারণে সেই ব্যক্তির উপর **কুরবানি ও সদকায়ে ফিতর** ওয়াজিব হবে না, তবে যদি এই জমিন বা বাড়ি কিংবা গাড়ি অথবা পশু ইত্যাদি দ্বারা আয় না হয় বা আয় হয় কিন্তু পরিবারের ভরণপোষণের জন্য অন্য উপার্জন রয়েছে তবে এমতাবস্থায় এই বস্তুগুলোর দাম নিসাবের সমপরিমানে হলে **কুরবানি ও সদকায়ে ফিতর** ওয়াজিব হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৩৬১ পৃষ্ঠা)

সময়ের মধ্যে শর্তাবলী পাওয়া গেলেই কুরবানী ওয়াজিব হবে

সম্পদ ও অন্যান্য শর্তাবলী কুরবানীর দিনসমূহের (অর্থাৎ ১০ই জিলহজ্জের সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে ১২ই জিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত) মধ্যে পাওয়া গেলে, তখনই কুরবানী

ওয়াজিব হবে। এ মাসআলা বর্ণনা করতে গিয়ে সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **“বাহারে শরীয়াত”** এর মধ্যে বলেন: এটা জরুরী নয় যে, দশম তারিখেই কুরবানী করে ফেলবে। এটার জন্য অবকাশ রয়েছে, সম্পূর্ণ সময়ে যখন চাইবে করতে পারবে (১০ই জিলহজ্জের সকাল) সেটার উপযুক্ত ছিল না। ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া যায়নি আর শেষ সময়ে (অর্থাৎ ১২ই জিলহজ্জের সূর্যাস্তের পূর্বে) উপযুক্ত হয়ে গেল অর্থাৎ কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া গেল, তবে তার উপর (কুরবানী) ওয়াজিব হয়ে গেল এবং যদি শুরুর সময়ে ওয়াজিব ছিল আর এখনো (কুরবানী) করেনি এবং শেষ সময়ে শর্তাবলী বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে কুরবানী ওয়াজিব রইলনা। (আলমগীরি, ৫ম খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা)

কুরবানীর ১২টি মাদানী ফুল

(১) অনেক লোক পূরো পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানী দিয়ে থাকে। অথচ অনেক সময় নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার কারণে পরিবারের একাধিক

সদস্যের উপর কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব হয়েছে। এদের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক কুরবানী দিতে হবে। একটি ছাগল যা সবার পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়া হয়েছে, কারো পক্ষ থেকে ওয়াজিব আদায় হয়নি, কেননা ছাগলে এক অংশের চেয়ে বেশি অংশ হতে পারেনা। কোন এক নির্ধারিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ছাগল কুরবানী হতে পারে।

(২) গরু, মহিষ ও উট দ্বারা সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানী হতে পারে। **(ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা)**

(৩) নাবালেগ সন্তানের উপর যদিও কুরবানী ওয়াজিব নয়, তবুও তার পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া উত্তম (আর এক্ষেত্রে তাদের অনুমতি নেওয়ারও প্রয়োজন নেই)। প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান বা স্ত্রীর পক্ষ থেকে কুরবানী দিতে চাইলে তাদের অনুমতি নিতে হবে। যদি তাদের অনুমতি ব্যতীত তাদের জন্য কুরবানী দেওয়া হয় তাহলে তাদের পক্ষ থেকে ওয়াজিব আদায় হবেনা। **(ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪২৮ পৃষ্ঠা)** অনুমতি দু’ধরনের হয়ে থাকে; (১) প্রকাশ্য ভাবে। যেমন- তাঁদের মধ্য থেকে কেউ যদি সুস্পষ্ট ভাবে বলে দেয়, “আমার পক্ষ থেকে

কুরবানী দিয়ে দাও।” (২) প্রমাণ সহকারে **(UNDER STOOD)** (যেমন- অনুমতি বুঝা যায় এমন আচরণের মাধ্যমে) যেমন- সে নিজের স্ত্রী কিংবা সন্তানদের পক্ষ থেকে কুরবানী আদায় করছে আর তারাও (স্ত্রী, সন্তানরা) এ ব্যাপারে অবগত আছে এবং সন্তুষ্টও রয়েছে।

(ফতোওয়ায়ে আহলে সুন্নাত, অপ্রকাশিত)

(৪) কুরবানীর সময় কুরবানী করাটাই আবশ্যক। অন্য কোন বস্তু কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। যেমন পশু কুরবানী করার পরিবর্তে পশুটি সদকা করে দেওয়া বা এটির মূল্য দান করে দেওয়া যথেষ্ট নয়।

(ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা)

(৫) কুরবানীর পশুর বয়স:- উট ৫ বৎসর, গরু ২ বৎসর, ছাগল, দুম্বা-দুম্বী, ভেড়া-ভেড়ী ১ বছর। এর চেয়ে কম বয়সী হলে কুরবানী জায়েয হবেনা। বেশি হলে জায়েয বরং উত্তম। তবে দুম্বা কিংবা ভেড়ার ৬ মাস বয়সী বাচ্চা যদি দূর থেকে দেখতে এক বছর বয়স্ক দুম্বা, কিংবা ভেড়ার মত বড় মনে হয় তবে তা দ্বারা কুরবানী জায়েয। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৩৩ পৃষ্ঠা) স্মরণ রাখবেন! সাধারণত ৬ মাস বয়সের দুম্বা দ্বারা কুরবানী করা বৈধ নয়। এটি এই

পরিমাণ মোটা ও বড় হওয়া জরুরী যে, দূর থেকে দেখতে ১বছর বয়স হয়েছে বলে মনে হতে হবে। দূর থেকে দেখতে ৬মাস বয়সী নয় বরং ১ বছর থেকে একদিন কম এমন দুম্বা বা ভেড়ার বাচ্চাও দূর থেকে দেখতে যদি পূর্ণ ১ বছর বয়সী মনে না হয় তবে ঐ পশু দ্বারা কুরবানী হবেনা।

(৬) কুরবানীর পশু ত্রুটি মুক্ত হওয়া আবশ্যক। যদি সামান্য ত্রুটি থাকে যেমন; কান ছিঁড়া বা কানে ছিদ্র থাকা। ঐ পশু দিয়ে কুরবানী করলে তা মাকরূহ হবে। আর বেশি ত্রুটি থাকলে কুরবানী হবেনা। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা)

ত্রুটিপূর্ণ পশুর বিবরণ, যা দ্বারা কুরবানী হয় না

(৭) এমন পাগল পশু যা বিচরণ করে না। এতই দূর্বল যে হাড়ের ভিতর মগজ নেই (এটির চিহ্ন হলো, সেটি রুগ্ন হওয়ার কারণে দাঁড়াতে পারছেনা), অন্ধ বা এমন কানা যার অন্ধত্ব প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে, বা এমন অসুস্থ যার অসুস্থতা প্রকাশ্যে বুঝা যাচ্ছে (অর্থাৎ- যেটা অসুস্থতার কারণে ঘাস খায় না অথবা এমন খোঁড়া বা ল্যাংড়া যে

কুরবানীর স্থানে পায়ে হেঁটে যেতে পারেনা) যেটার জন্ম থেকে কান না থাকে বা একটি কান না থাকলে, জঙ্গলের পশু যেমন- নীল গাভী, জঙ্গলের ছাগল বা হিজড়া পশু (অর্থাৎ- যেটাতে নারী ও পুরুষ উভয়ের নিদর্শন বিদ্যমান থাকলে) বা জাল্লালা যেটি শুধু ময়লা-আবর্জনা খেয়ে থাকে বা যেটির এক পা কর্তিত, কান ও লেজ এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি কাটা, নাক কাটা হলে, দাঁত না থাকলে, (অর্থাৎ- দাঁত পড়ে গেলে, স্তন কাটা হলে বা স্তন শুকনো হওয়া এ সকল পশু দ্বারা কুরবানী নাজায়েয। ছাগলের এক স্তন শুকনো হওয়া, আর গরু মহিষের দুই স্তন শুকনো হওয়াটা কুরবানী নাজায়েয হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

(দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৩৫-৫৩৭ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৪০-৩৪১ পৃষ্ঠা)

(৮) পশুর জন্ম থেকে শিং না থাকলে ঐ পশু দিয়ে কুরবানী জায়েয হবে। আর যদি শিং ছিল কিন্তু ভেঙ্গে গেছে। যদি গোড়া সহ ভেঙ্গে যায় তবে কুরবানী হবেনা আর যদি উপরে সামান্য অংশ ভেঙ্গে যায় গোড়া অক্ষত থাকে তবে কুরবানী হয়ে যাবে। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

(৯) কুরবানী করার সময় পশু লাফালাফি বা হেচকা-হেচকি করার কারণে দোষত্রুটি সৃষ্টি হয়ে গেল, এ দোষ ক্ষতিকারক নয় অর্থাৎ কুরবানী হয়ে যাবে। লাফালাফি, হেচকা-হেচকির দ্বারা দোষত্রুটি সৃষ্টি হয়ে গেল এবং ছুটে পালিয়ে গেল আর শীঘ্রই ধরে আনা হলো এবং জবেহ করা হলো তখন ও কুরবানী হয়ে যাবে।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা, দুররে মুখতার রদ্দে মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৩৯ পৃষ্ঠা)

(১০) উত্তম হচ্ছে, পশু যবেহ করার নিয়ম জানা থাকলে নিজের কুরবানী নিজের হাতে করা। যদি ভালভাবে যবেহ করার নিয়ম জানা না থাকে তবে অন্য ব্যক্তিকে কুরবানীর পশু যবেহ করার জন্য নির্দেশ দিবে। তবে সেক্ষেত্রে কুরবানী দেওয়ার সময় নিজে উপস্থিত থাকাটা উত্তম।

(ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা)

(১১) পশু কুরবানী দেওয়ার পর এটির পেট থেকে জীবিত বাচ্চা বের হলে তাও যবেহ করে দিবে এবং এটির (অর্থাৎ- বাচ্চার মাংস) খাওয়া যাবে। আর মৃত বাচ্চা হলে মৃত জন্তু হিসেবে ফেলে দিবে। **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)** (মৃত বাচ্চা হলেও কুরবানী হয়ে যাবে এবং ঐ পশুর মাংস খাওয়াতে কোন প্রকারের অসুবিধা নেই।)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” **(আল কওলুল বদী)**

(১২) অন্যকে দিয়ে কুরবানীর পশু যবেহ করানোর সময় নিজেও ছুরির উপর হাত রেখে উভয়ে মিলে যবেহ করলে উভয়ের উপর بِسۡمِ الله বলা ওয়াজিব। একজনও যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে **আল্লাহ পাকের** নাম ছেড়ে দেয় বা অন্যজন **আল্লাহ পাকের** নাম নিচ্ছে আমার নেওয়ার প্রয়োজন নেই এই ধারণা করে **আল্লাহ পাকের** নাম বাদ দেয়, তাহলে উভয় অবস্থায় পশু হালাল হবেনা।

(দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৫১ পৃষ্ঠা)

জবেহ করার মধ্যে কয়টি রগ কাটা উচিত?

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যে সমস্ত রগ জবেহের সময় কাটা হয়, সেগুলো হলো চারটি। খুলকুম তথা কন্ঠনালীর রগ, এটাই যা দ্বারা নিঃশ্বাস আসা যাওয়া করে। মুরী অর্থাৎ যার মাধ্যমে খাবার পানি নিচে নেমে থাকে। এ দু’রগের আশে পাশে আরও দুটি রগ আছে যা দ্বারা রক্ত চলাচল করে এদেরকে ‘ওয়াদাজাইন’ বলে। জবেহের চার রগের মধ্যে তিনটি কেটে যাওয়া যথেষ্ট। অর্থাৎ এ অবস্থায় ও পশু হালাল হয়ে যাবে। কেননা, অধিকাংশের জন্য

হুকুম তাই, যা সম্পূর্ণের জন্য হুকুম। আর যদি চারটি রগের বেশিরভাগ অংশ কেটে যায়, তখন হালাল হয়ে যাবে। অতঃপর যদি প্রত্যেক রগ অর্ধেক অর্ধেক কাটা যায় এবং আর অর্ধেক বাকী থাকে তবে তা হালাল হবেনা।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩১২-৩১৩ পৃষ্ঠা)

কুরবানীর পদ্ধতি

(কুরবানী হোক কিংবা এমনি অন্য কোন জবেহ হোক) আমাদের দেশে এই নিয়মটা চলে আসছে যে, জবেহকারী কিবলামূখী হয় এবং পশুকেও কিবলামূখী করা হয়। কিবলা যেহেতু আমাদের পাক ভারত উপমহাদেশের **(WEST)** পশ্চিম দিকে, সেহেতু পশুর মাথা **(SOUTH)** দক্ষিণমুখী করতে হবে। যাতে পশুকে বাম পাজরে শোয়ালে এটির পিঠ **(EAST)** পূর্ব দিকে হয় এবং তার মুখমন্ডল কিবলামুখী হয়ে যায়। আর জবেহকারী নিজের ডান পা পশুর ঘাড়ের ডান অংশের (ঘাড়ের নিকটবর্তী অংশের) উপর রাখবে এবং জবেহ করবে। জবেহকারী নিজের কিংবা পশুর মুখমন্ডল কিবলামূখী না করলে মাকরূহ হবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ২১৬ ও ২১৭ পৃষ্ঠা)

> **রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” **(হাকিম)**

কুরবানীর পশু জবেহ করার পূর্বে এই দোয়া পাঠ করবেন

اِنِّیۡ وَجَّهۡتُ وَجۡهِیَ لِلَّذِیۡ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ حَنِیۡفًا وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ ﴿ۚ۷۹﴾[১] اِنَّ صَلَاتِیۡ وَ نُسُکِیۡ وَ مَحۡیَایَ وَ مَمَاتِیۡ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿ۙ۱۶۲﴾[২] لَا شَرِیۡکَ لَهٗ وَ بِذٰلِکَ اُمِرۡتُ وَ اَنَا مِنَ الۡمُسۡلِمِیۡنَ[৩]

এই দোয়া পাঠ করে পশুর ঘাড়ের নিকটতম বাহুর উপর নিজের ডান পা রেখে اَللّٰهُمَّ لَكَ وَ مِنْكَ بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَر[৪] পাঠ করে ধারালো ছুরি দিয়ে দ্রুত জবেহ করে দিন। কুরবানী যদি নিজের পক্ষ থেকে হয় তাহলে জবেহ করার পর এই দোয়া পাঠ করবেন:

---

[১] **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমি আমার মুখমন্ডল তাঁর দিকে ফিরালাম একমাত্র তাঁরই জন্য, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র তাঁরই হয়ে এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নই। **(পারা-৮, সূরা- আনআম, আয়াত- ৭৯)**

[২] **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার কুরবানী সমূহ, আমার জীবন এবং আমার মরণ- সবই আল্লাহর জন্য, যিনি প্রতিপালক সমগ্র জাহানের। **(পারা-৮, সূরা- আনআম, আয়াত- ১৬২)**

[৩] তাঁর কোন শরীক নেই; আমার প্রতি এটাই হুকুম রয়েছে আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত।

[৪] হে আল্লাহ্! তোমার জন্য এবং তোমার প্রদত্ত তাওফিক থেকে, আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ আল্লাহ্ মহান।

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِیْلِكَ اِبْرَاهِیْمَ عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ
وَ السَّلَامُ وَ حَبِیْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم[১]

আর যদি অন্য কারো পক্ষ থেকে কুরবানীর পশু জবেহ করা হয় তাহলে জবেহকারী مِنِّیْ শব্দের স্থলে مِنْ বলে যার কুরবানী তার নাম উচ্চারণ করবেন। (জবেহ করার সময় পেটের উপর পা রাখবেন না, এতে অনেক সময় রক্ত ছাড়া খাদ্যও বেরিয়ে আসতে পারে।)

মাদানী অনুরোধ

কুরবানী দেওয়ার সময় পুস্তিকা দেখে দোয়া পড়ার ক্ষেত্রে যেন এই পুস্তিকায় নাপাক রক্ত না লাগে তার প্রতি খেয়াল রাখবেন।

---

[১] **অনুবাদ: হে আল্লাহ্! তুমি** আমার পক্ষ থেকে (এই কুরবানীকে) কবুল কর যেভাবে **তুমি তোমার** খলিল ইব্রাহিম عَلَیْهِ السَّلَام এবং **তোমার হাবীব মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে কবুল করেছ। **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা)**

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর রহমত অবতীর্ণ করবেন।” **(ইবনে আ’দী)**

ছাগল জান্নাতী পশু

“ছাগলকে সম্মান করো, আর তার (শরীর) থেকে মাটি ঝেড়ে দাও, কেননা সেটা জান্নাতী পশু।”

(আল ফিরদাউস বিমাচুরিল খাত্তাব, ১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০১)

পশুদের উপর দয়া করার আবেদন

গরু, মহিষ ইত্যাদিকে মাটিতে ফেলার পূর্বে কিবলার দিকটা নির্ধারণ করে নিতে হবে। মাটিতে শোয়ানোর পর বিশেষতঃ পাথরি শক্ত ভূমিতে ধাক্কাধাক্কি করা বা টানা হেঁচড়া করে কিবলামূখী করা বোবা পশুদের জন্য কষ্টের কারণ। জবেহ করার সময় ৪টি রগ কাটতে হবে বা কমপক্ষে ৩টি রগ কাটা যেতে হবে। এর চেয়ে বেশি কাটবেন না, যাতে ছুরি ঘাড়ের হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কেননা এটা বিনা কারণে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া। অতঃপর পশু যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ‘ঠান্ডা’ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেটির পা কাটবেন না, চামড়া ছাড়াবেন না। মোটকথা জবেহের পর রূহ বের না হওয়া পর্যন্ত ছুরি লাগাবেন না। কিছু কসাই গরু দ্রুত “ঠান্ডা” করার জন্য জবেহ করার পর ঘাড়ের চামড়া উল্টিয়ে ছুরি

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” **(কানযুল উম্মাল)**

ভিতরে প্রবেশ করিয়ে হৃদপিন্ডের রগ কেটে দেয়। একইভাবে ছাগল জবেহ করার সাথে সাথে দেহ থেকে ঘাড় পৃথক করে ফেলে। বোবা পশুদের উপর এরকম অত্যাচার করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি এ ধরনের কাজ করতে দেখবে তার অবশ্যই উচিত হবে, কোন কারণ ছাড়া পশুদেরকে এরকম কষ্ট দেওয়া থেকে কষ্টদাতাকে বাঁধা দেওয়া। যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাধা প্রদান না করে তবে নিজেও গুনাহগার হবে এবং জাহান্নামের হকদার হবে। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **১১৯৭** পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“বাহারে শরীয়াত”** এর **১৬**তম খন্ডের **২৫৯** পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: “পশুদের উপর জুলুম করা বন্দী কাফিরদের উপর জুলুম করার চেয়েও জগন্য, আর বন্দীদের উপর জুলুম করা মুসলমানদের উপর জুলুম করার চেয়েও জগন্য। কেননা পশুকে সাহায্য করার জন্য **আল্লাহ পাক** ব্যতীত কোন সাহায্যকারী নেই। এ অসহায়কে এ জুলুম থেকে আর কে রক্ষা করবে!

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৬২ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” **(কানযুল উম্মাল)**

মৃত্যুর পর মজলুম পশু নিয়োজিত হতে পারে

জবেহ করার পর রুহ বের হওয়ার আগে ছুরি চালিয়ে বোবা পশুদেরকে বিনা কারণে কষ্ট দানকারীদেরকে ভীত হওয়া উচিত কখনো আবার যেন মৃত্যুর পর শাস্তির জন্য এই পশুকে নিয়োজিত করা না হয়। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১০১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“জাহান্নাম মে লেজানে ওয়ালে আমাল”** ২য় খন্ডের ৩২৩-৩২৪ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত রয়েছে: ‘মানুষ অন্যায়ভাবে চতুষ্পদ পশুকে মারল বা ক্ষুধা পিপাসায় রাখল বা সেটার ক্ষমতার বাইরে কাজ নিল, তবে কিয়ামতের দিন তার কাছ থেকে ততটুকু প্রতিশোধ নেয়া হবে যতটুকু সে পশুর উপর জুলুম করেছে বা সেটাকে ক্ষুধার্ত রেখেছে।’ তার উপর নিম্নে প্রদত্ত হাদীস প্রমাণ বহন করে। যেমন- **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহান্নামে এক মহিলাকে এই অবস্থায় দেখলেন, সে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে, আর একটি বিড়াল তার চেহারা ও বুক আঁচড়াচ্ছিল, তাকে ততটুকু শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল যতটুকু ঐ মহিলা সেটিকে দুনিয়াতে বন্দী করে এবং ক্ষুধার্ত রেখে কষ্ট দিয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

এই বর্ণনার হুকুম সকল পশুদের ব্যাপারে ব্যাপক ভাবে বর্ণিত। (আয্জাওয়াজির, ২য় খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা)

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি,
কবর মে ওরনা সাজা হুগী কাড়ি ॥

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরবানী দেওয়ার সময় তামাশা দেখা কেমন?

কুরবানীর পশু নিজ হাতে জবেহ করা উত্তম এবং জবেহ করার সময় আখিরাতের সাওয়াবের নিয়্যতে সেখানে নিজে উপস্থিত থাকাও উত্তম। কিন্তু ইসলামী বোনেরা শুধু এ অবস্থায় সেখানে দাঁড়াতে পারবে যখন বেপর্দার কোন অবস্থার সম্মুখীন না হয়, যেমন নিজের ঘরের মধ্যে হলে, জবেহকারী মুহরিম হলে এবং উপস্থিত লোকদের থেকেও কেউ নামুহরিম না হলে। হ্যাঁ, তবে নামুহরিম নাবালিগ ছেলে বিদ্যমান থাকলে, কোন সমস্যা নেই। শুধু আত্মতুষ্টির জন্য ও আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে পশুর চতুর্দিকে বেষ্টনী দেওয়া, এর চিৎকার

ও লুটোপুটি খাওয়া দেখে আনন্দ পাওয়া, হাসা, অট্টহাসি দেওয়া এবং একে হাসি তামাশার বস্তু বানানো সরাসরি এর প্রতি অবহেলা দেখানোরই নিদর্শন। জবেহ করার সময় বা নিজের কুরবানীর পশু কুরবানী দেওয়ার সময় সেখানে অবস্থানের বিষয়টা সুন্নাত আদায়ের নিয়্যতে হওয়া চাই এবং সাথে সাথে এই নিয়্যতও করবেন: আমি আজ যেভাবে **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় কুরবানী দিচ্ছি, প্রয়োজন হলে **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় নিজের প্রাণও কুরবান করে দেব اِنْ شَآءَ الله। এটাও নিয়্যতে থাকতে হবে যে, পশু জবেহের মাধ্যমে নিজের নফসে আম্মারাকেও জবেহ করে দিচ্ছি আর ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকব। জবেহ কৃত পশুর প্রতি দয়াপরবশ হবেন আর চিন্তা করুন, যদি এটির স্থানে আমাকে জবেহ করা হতো লোকেরা তামাশা করত আর বাচ্চারা তালি বাজাত, তাহলে আমার কি অবস্থা হতো!

কুরবানীর পশুকে আরাম দান করুন

হযরত সায়্যিদুনা শাদ্দাদ বিন আওস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাক** প্রত্যেক বস্তুর সাথে ভাল আচরণ করার

নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য যখন তোমরা কাউকে হত্যা করো, তবে সবচেয়ে উত্তম ভাবে হত্যা করো আর যখন তোমরা জবেহ করো, তখন উত্তম পদ্ধতিতে জবেহ করো এবং তোমরা তোমাদের ছুরিকে ভালভাবে ধারালো করে নাও এবং জবেহের পশুকে আরাম দাও।” (সহীহ মুসলিম, ১০৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৫৫)

জবেহ করার সময় **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য পশুকে দয়া করা সাওয়াবের কাজ। যেমন; একজন সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে আরজ করলেন, ‘**ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ছাগল জবেহের সময় আমার খুব মায়া হয়। তখন **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “যদি সেটির প্রতি করুণা কর, তাহলে **আল্লাহ্ পাকের** তোমার উপর দয়া করবেন।”

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫৫৯২)

পশুকে পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় জবেহ করবেন না

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কুরবানী করার আগে সেই পশুকে খাবার দাও। অর্থাৎ পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় জবেহ করবে না এবং এক পশুর সামনে

অপর পশুকে জবেহ করবে না আর আগে থেকে ছুরি ধারালো করে নিবে, এমন যেন না হয়, পশু ফেলার পর এটার সামনে ছুরি ধারালো করতে হয়। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা) এখানে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা লক্ষ্য করুন, যেমন; হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি জবেহ করার জন্য ছাগলকে শুয়ালাম, এমন সময় প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আয়ুব সাখতিয়ানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই দিকে আসলেন, আমি ছুরি মাটিতে রেখে তার সাথে কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে গেলাম। দড়ি দ্বারা বাধা ছাগল পা দিয়ে একটি গর্ত খনন করল এবং নিজের পা দ্বারা তাতে ছুরি ফেলে দিল আর এটার উপর মাটি ঢেলে দিল। হযরত সায়্যিদুনা আয়ুব সাখতিয়ানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতে লাগলেন: আরে দেখ! ছাগল এটা কি করল! এটা দেখে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম যে, এখন থেকে আর কখনো নিজের হাতে কোন পশুকে জবেহ করব না।

(হায়াতুল হায়ওয়ান, ২য় খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে **আল্লাহ পাকের** পানাহ! এটা উদ্দেশ্য নয় যে, জবেহ করা কোন খারাপ কাজ। শুধু এমন ঘটনাবলী বুযুর্গদের অবস্থার

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। নতুবা মাসআলা হলো, নিজের হাতে জবেহ করা সুন্নাত।

ছাগল ছুরির দিকে দেখছিল

রাসুলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, সে ছাগলের ঘাড়ে পা রেখে ছুরি ধার করছিল আর ছাগল তার দিকে তাকিয়েছিল। **আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: “তুমি প্রথমে কি তা করতে পারতে না? তুমি তাকে কি কয়েকবার মারতে চাও? এটাকে শুয়ানোর আগে নিজের ছুরি কেন ধারালো করলে না?” (আল মুসতাদরাক লিল হাকীম, ৫ম খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস -৭৬৩৭৩। আসসুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৯ম খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৯১৪১)

জবেহের জন্য পা ধরে হেঁচড়িও না

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যে ছাগলকে জবেহ করার জন্য সেটার পা ধরে হেচড়াচ্ছে, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: তোমার জন্য দূর্ভাগ্য! এটাকে জবেহ করার জন্য ভালভাবে নিয়ে যাও। (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৪র্থ খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৮৬৩৬)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” **(মুসলিম শরীফ)**

মাছির প্রতি দয়া করা মাগফিরাত লাভের মাধ্যম হয়ে গেল

কেউ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: কি কারণে **আল্লাহ পাক** আপনাকে ক্ষমা করেছেন? উত্তরে বললেন: (একদা) একটি মাছি কালি **(INK)** পান করার জন্য আমার কলমের উপর বসে! আমি, মাছিটি কালি পান করে উড়ে যাওয়া পর্যন্ত লিখা থামিয়ে রেখেছিলাম। মাছির প্রতি এমন দয়ার প্রদর্শণের কারণে **আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। **(লাতায়িফুল মিনান, ওয়াল আখলাকুল লিশশরানী, ৩০৫ পৃষ্ঠা)**

মাছি মারা কেমন?

মনে রাখবেন! মাছিরা যদি বিরক্ত করে, তবে তাদের কে মারা জায়েয। যখন উপকার অর্জন বা ক্ষতিকে দমন করার জন্য মাছি বা যেকোন প্রাণী যা কথা বলতে অক্ষম

তাদের কে সহজ পদ্ধতিতে মারা উচিত। অযথা তাকে বার বার জীবিত অবস্থায় পিষ্ঠ করতে থাকা বা এক আঘাতে মারা যায়, তারপরও ব্যথা পেয়ে পড়ে থাকা প্রাণীর উপর বিনা প্রয়োজনে আঘাত করতে থাকা বা এটির শরীরকে টুকরো টুকরো করে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা উচিত। অধিকাংশ বাচ্চারা দুষ্টামীর ছলে পিঁপড়াকে পিষ্ঠ করতে থাকে, তাদেরকে এ কাজ থেকে বারণ করুন। পিঁপড়া বড়ই দূর্বল প্রাণী। চিমটিতে উঠাতে বা হাত বা ঝাড়ু দ্বারা সরাতে গিয়ে সাধারণত এরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যায়। অবস্থার পরিক্ষেতিতে এদের উপরে ফুক মেরে কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে।

কুরবানীতে আকীকার অংশ

কুরবানীর গরু বা উটে আকীকার অংশ হতে পারে।

(রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৪০ পৃষ্ঠা)

সম্মিলিত কুরবানীর মাংস ওজন করে বন্টন করতে হবে

একাধিক ব্যক্তি মিলে গরু দিয়ে কুরবানী করলে মাংস ওজন দিয়ে বন্টন করা আবশ্যক। অনুমান করে মাংস বন্টন করা জায়েয নেই, এরকম করলে গুনাহগার হবে। বেশি বা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

কম হলে সন্তুষ্টচিত্তে একে অপরকে ক্ষমা করে দেওয়াও যথেষ্ট নয়। (বাহারে শরীয়াত থেকে সংক্ষেপিত, ৩য় খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা) তবে যদি অংশীদার সকলেই একই ঘরে বসবাস করে, মিলে-মিশে বন্টন করে এবং এক সাথে খায় অথবা অংশীদাররা নিজেদের অংশের মাংস নিতে না চায়, এমতাবস্থায় ওজন করে ভাগ করার প্রয়োজন নেই।

অনুমানের ভিত্তিতে মাংস বন্টনের দু'টি কৌশল

যদি অংশীদাররা নিজেদের অংশের মাংস নিয়ে যেতে চায়, তাহলে ওজন করার ঝামেলা ও পরিশ্রম থেকে বাঁচতে চাইলে নিম্নলিখিত দুটি কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। ১) জবেহ করার পর ঐ গরুর সম্পূর্ণ মাংস এমন একজন বালেগ মুসলমানকে দান করে মালিক বানিয়ে দিবে, যে তাদের সাথে কুরবানীতে অংশীদার নয়। এখন সে অনুমান করে সবাইকে মাংস বন্টন করে দিতে পারবে। ২) দ্বিতীয় কৌশল হচ্ছে, যা আরো সহজ, যেমন- ফকীহগণ رَحِمَهُمُ الله বলেছেন: মাংস বন্টনের সময় মাংস ছাড়া ভিন্ন জাতের কিছু যেমন মগজ, কলিজা ইত্যাদি মাংসের সাথে মিশিয়ে দিয়েও অনুমান করে মাংস বন্টন করা যাবে। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫২৭ পৃষ্ঠা)

তবে বন্টন করার সময় এটা মনে রাখা জরুরী যে, প্রত্যেক অংশীদার মাংস ছাড়া ভিন্ন জাতের কিছু (তথা হৃৎপিন্ড, কলিজা, প্লীহা, পায়া ইত্যাদি) থেকে যাতে কিছু না কিছু পায়। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা) যদি ভিন্ন জাতের কিছু (যেমন- কলিজা, প্লীহা, পায়া ইত্যাদি) দেয়া হয়, তবে প্রত্যেকটি থেকে টুকরো টুকরো করে দেয়া আবশ্যক নয়। মাংসের সাথে শুধুমাত্র (কলিজা, প্লীহা, পায়া ইত্যাদি) থেকে যে কোন একটি দিলেও যথেষ্ট হবে। যেমন প্লীহা, কলিজা এবং পায়া ইত্যাদির মধ্য থেকে কাউকে মাংসের সাথে প্লীহা দিয়ে দিন, কাউকে কলিজার টুকরো, আবার কাউকে পায়া দিয়ে দিন। যদি সবগুলো থেকে টুকরো টুকরো করে দিতে চান, তাতেও অসুবিধা নেই।

কুরবানীর মাংসের তিন ভাগ

কুরবানীর মাংস নিজেও খেতে পারবেন আর অন্যান্য সম্পদশালী ব্যক্তি বা ফকীরকেও দিতে পারবেন, খাওয়াতেও পারবেন। বরং তা থেকে কিছু খাওয়া কুরবানী দাতার জন্য মুস্তাহাব। উত্তম হলো, মাংসকে তিন ভাগ করবে, এক ভাগ ফকীরদের জন্য, আরেকভাগ নিকট আত্মীয়দের জন্য এবং

অপর ভাগ নিজের ঘরের অধিবাসীদের জন্য। (আলমগীরি, ৫ম খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা) যদি সব মাংস নিজে রেখে দেয় তখন ও কোন গুনাহ নেই।

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: তিন ভাগ করা শুধু মুস্তাহাব কাজ, আবশ্যক নয়। যদি চায় সব মাংস নিজের জন্য রেখে দেয় বা সব নিকট আত্মীদেরকে দিয়ে দেয় বা সব মাংস মিসকিনদেরকে বন্টন করে দেয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

ওসিয়তের কুরবানীর মাংসের মাসআলা

মান্নত বা মরহুমের ওসিয়তের ভিত্তিতে করা কুরবানীর সব মাংস ফকীর ও মিসকীনদেরকে সদকা করা ওয়াজিব। তা নিজেও খাবেনা আর ধনীদেরকেও দিবেনা।

(বাহরে শরীয়াত থেকে সংকলিত, ৩য় খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

ছয়টি প্রশ্নোত্তর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর”** এর ৮৪

থেকে ৮৮ পৃষ্ঠা থেকে 'ছয়টি প্রশ্নোত্তর' লক্ষ্য করুন। এটা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

চাঁদার টাকা দিয়ে সম্মিলিতভাবে কুরবানীর গরু ক্রয় করা

প্রশ্ন: ধর্মীয় বা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের চাঁদার টাকা থেকে সম্মিলিতভাবে কুরবানীর জন্য গরু ক্রয় করা যাবে কিনা?

উত্তর: চাঁদার টাকা ব্যবসার কাজে লাগানো জায়েয নেই। এর জন্য চাঁদা দাতা থেকে প্রকাশ্যভাবে অর্থাৎ পরিস্কার ভাষায় অনুমতি নেয়া জরুরী। (যে তার অনুমতি দেয় তবে শুধুই তার চাঁদার টাকা জায়েয ব্যবসায় ব্যবহার করা যাবে। এভাবে মালিকের অনুমতি ছাড়া তার প্রদত্ত চাঁদার টাকা কর্জ দেওয়ারও অনুমতি নেই)

গরীবদেরকে চামড়া সমূহ সংগ্রহ করতে দিন

প্রশ্ন: কোন ব্যক্তি প্রত্যেক বছর গরীবদেরকে চামড়া দিয়ে থাকে, তার উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করে মাদরাসা বা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।” **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

অন্যান্য দ্বীনি কাজের জন্য চামড়া সংগ্রহ করা এবং গরীবদেরকে বঞ্চিত করা কেমন?

উত্তর: যদি বাস্তবে এমন কোন গরীব হকদার মানুষ থাকে, যার জীবনধারণ ঐ চামড়া, যাকাত বা ফিত্‌রার উপর নির্ভরশীল, তবে এ দান নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য তরকীব তথা ব্যবস্থা করে ঐ গরীবকে বঞ্চিত করার অনুমতি নেই। (যদি ঐসব গরীবদের জীবনধারন ঐ চামড়া বা যাকাত বা ফিত্‌রা ইত্যাদির উপর সীমাবদ্ধ নয়, তবে চামড়ার মালিক যে খাতে চায়, দান করতে পারবে। যেমন; ধর্মীয় মাদ্‌রাসাকে দিয়ে দিল) আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: “যদি কিছু লোক নিজেদের এলাকায় চামড়া সমূহ অভাবী, ইয়াতিম, বিধবা, মিসকিনদেরকে দিতে চায়, যা তাদের অভাব পূরণের মাধ্যম। তবে ঐগুলোকে কোন বক্তা বা মাদরাসার কর্তৃপক্ষ বাধা দিয়ে মাদরাসার জন্য নিয়ে নেয়, তবে তা তাদের উপর জুলুম হবে। وَاللهُ تَعَالٰی اَعْلَم

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংক্ষেপিত, ২০তম খন্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” **(হাকিম)**

চামড়ার জন্য অনর্থক বাড়াবাড়ি করবেন না

প্রশ্ন: কোন ব্যক্তি আহলে সুন্নাতের কোন মাদরাসায় বা কোন গরীব মুসলমানকে চামড়া দেওয়ার ওয়াদা করল, সেটাকে নিজের প্রতিষ্ঠান যেমন; **দা’ওয়াতে ইসলামী**কে দেওয়ার জন্য মনমানসিকতা তৈরি করা কেমন?

উত্তর: এমন করবেন না, এভাবে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়। এতে ফিতনা, গীবত, চোগলখুরী, খারাপ ধারণা, অপবাদ দেয়া এবং মনে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি গুনাহসমূহের দরজা খুলে যায়। আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **‘ফতোওয়ায়ে রযবীয়া’**র ২১তম খন্ডের ২৫৩ পৃষ্ঠায় বলেন: “মুসলমানদের মধ্যে শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া মতবিরোধ এবং ফিতনা সৃষ্টি করা শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করার নামান্তর। (অর্থাৎ এসব লোক ঐ কাজে শয়তানের প্রতিনিধি)” হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: “ফিতনা ঘুমন্ত রয়েছে, এটাকে জাগ্রতকারীর উপর **আল্লাহ পাকের** অভিশাপ।” **(আল জামেউস সগীর লিস সুয়ূতী, ৩৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৯৭৫)**

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” **(আব্দুর রাজ্জাক)**

সুন্নী মাদ্‌রাসা সমূহের চামড়া সংগ্রহ করবেন না

প্রশ্ন: যদি কেউ বলে, আমি প্রতি বছর অমুক সুন্নী প্রতিষ্ঠানকে চামড়া দিয়ে থাকি। তাকে এটা বুঝানো কেমন, এই বছর আমাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন; **দা’ওয়াতে ইসলামী**কে চামড়া প্রদান করুন?

উত্তর: যদি ঐ চামড়ার মালিক কোন এমন জায়গায় চামড়া দেয়, যা আসলেই দেওয়ার সঠিক খাত, তবে ঐ প্রতিষ্ঠানকে বঞ্চিত করে নিজের সংগঠনের জন্য চামড়া সংগ্রহ করা ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিকদের জন্য কষ্টের কারণ হবে। এভাবে পরস্পরের মধ্যে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হবে, এজন্য প্রত্যেক এমন কাজ থেকে বিরত থাকুন যার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। আর মুসলমানদেরকে ঘৃনা ও আতংক থেকে রক্ষা করা খুবই জরুরী। যেমনভাবে; **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “بَشِّرُوْا وَ لَاتُنَفِّرُوْا অর্থাৎ সুসংবাদ শুনাও আর (লোকদেরকে) ঘৃণা প্রদর্শন করনা।”

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর রহমত অবতীর্ণ করবেন।” (ইবনে আ'দী)

সুন্নী মাদরাসাকে চামড়া নিজে গিয়ে দিয়ে আসুন

প্রশ্ন: যদি কোথাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জন্য চামড়া সংগ্রহের জন্য পৌছে, সে একটি আমাদেরকে দিল আর একটি চামড়া আলাদা করে রাখার সময় বলল, এটা আহলে সুন্নাতের অমুক জামেয়াকে দিতে হবে, আপনি আধা ঘন্টা পর জেনে নিন, যদি তারা নিতে না আসে, তবে এই চামড়াও আপনি নিয়ে নিন। এরকম অবস্থায় কি করা উচিত?

উত্তর: এটা মনে রাখবেন! কুরবানীর চামড়া সংগ্রহ করা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উদ্দেশ্য নয় বরং প্রয়োজন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক উদ্দেশ্য নেকীর দাওয়াত প্রসার করার উদ্দেশ্যে ঘৃণাকে দূরীভূত করা এবং মুসলমানের অন্তরে ভালবাসার প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া। সকল সুন্নী প্রতিষ্ঠান এক প্রকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**রই প্রতিষ্ঠান এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী** সকল সুন্নী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব এবং আপন সুন্নাতে ভরা সংগঠন। সম্ভব হলে ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে আপনি নিজেই ঐ সুন্নী জামেয়াকে চামড়া পৌছিয়ে দিন। এভাবে اِنْ شَآءَ الله মুসলমানদের মন

খুশি করার সৌভাগ্য নসীব হবে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “ফরয ইবাদতের পর সব আমলের চেয়ে **আল্লাহ পাকের** নিকট অধিক প্রিয় আমল হলো, মুসলমানদের মন খুশি করা।”

(আল মুজামুল কবীর লিত তাবারানী, ১১তম খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১০৭৯)

নিজের কুরবানীর চামড়া বিক্রি করে দিল, তবে?

প্রশ্ন: কেউ নিজের কুরবানীর চামড়া বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করে নিল এখন তা মসজিদে দিতে পারবে কি না?

উত্তর: এটা নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। যদি নিজের কুরবানীর চামড়া নিজের জন্য টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে তবে এভাবে বিক্রি করা নাজায়েয এবং এ টাকা ঐ ব্যক্তির জন্য অপবিত্র মাল, আর তা সদকা করা ওয়াজিব। এই টাকা কোন শরয়ী ফকিরকে দিয়ে দিবে এবং তাওবাও করবে। আর যদি কোন ভাল কাজের জন্য যেমন; মসজিদে দেওয়ার নিয়্যতে বিক্রি করে তবে তা বিক্রি করাও জায়েয এবং এখন মসজিদে দেওয়াতে কোন সমস্যাও নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” **(কানযুল উম্মাল)**

কসাইদের জন্য ২০টি মাদানী ফুল

(১) প্রথমে কোন অভিজ্ঞ মাংস বিক্রেতার তত্ত্বাবধানে জবেহ ইত্যাদির কাজ শিখে নিবে, কেননা অনভিজ্ঞের জন্য এ কাজ জায়েয নেই। এ কারণে কারো পশুর মাংস ও চামড়া ইত্যাদিকে প্রচলিত নিয়ম থেকে সরে গিয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(২) অভিজ্ঞ কসাইরও উচিত, তাড়াহুড়া করতে গিয়ে অসাবধানতাবশতঃ চামড়ার সাথে প্রচলিত নিয়মের চেয়ে বেশি মাংস লেগে থাকতে না দেয়া। এভাবে নাড়িভূড়ি বের করার সময়েও সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী, যেন অযথা মাংস ও চর্বি এর সাথে চলে না যায়। এমনকি খাওয়ার উপযুক্ত হাঁড়গুলোও ফেলে না দিয়ে টুকরো টুকরো করে মাংসের সাথে ঢেলে দিন এবং অভিজ্ঞ মাংস বিক্রেতারও নিয়ম বহির্ভূত মাংস ও চামড়ার ক্ষতি করা জায়েয নেই।

(৩) কুরবানীর ঈদে সাধারণত বড় পশুর (গরু, মহিষ, উট) মগজ ও জিহবা বের করে মাথার বাকী অংশ এবং পায়ের খুর ফেলে দেওয়া হয়। এভাবে ছাগলের মাথার ও পায়ের খাওয়ার উপযোগী কিছু অংশ অনর্থক নষ্ট করে দেয়া হয়,

এরকম করা উচিত নয়। যদি নিজে খেতে না চায়, তবে কোন গরীব মুসলমানকে ডেকে সম্মানের সাথে দিয়ে দিন, এরকম অনেক লোক এদিনে মাংস ও চর্বি ইত্যাদির খোঁজে ঘোরাঘুরি করে। এমনকি এটাও মনে রাখবেন, বড় পশুর (গরু, মহিষ, উট) মাথা ও পায়ের পূর্ণ চামড়া আসল চামড়া থেকে পৃথক করার কারণে চামড়ার মূল্য কমে যায়।

(৪) সাধারণ দিনে লেজের মাংস অন্যান্য মাংসের সাথে ওজন করে বিক্রি করা হয়, আর কুরবানীর পশুর লেজ চামড়ার সাথে রেখে দেয়া হয়, এতে লেজের মাংস নষ্ট হয়ে যায়। বরং বড় পশুর (গরু, মহিশ, উট) লেজ অনেক সময় চামড়া সহ কেটে ফেলে দেয়া হয়, এরকম করাও ভূল। এতেও চামড়ার দাম কমে যায়।

(৫) যেসব দেশে চামড়া কাজে লাগে (যেমন; ভারত, বাংলাদেশ) সেখানে চামড়ার গায়ে অযথা ছুরির দাগ লাগিয়ে দেয়া জায়েয নেই, যার কারণে চামড়ার দাম কমে যায়। কসাইর উচিত, যেভাবে সে নিজের পশুর চামড়া অতি সর্তকতার সাথে ছাড়ায়, অন্যদের ব্যাপারেও সেভাবে ছাড়ানো।

(৬) দুম্বার চামড়া ছাড়ানোতে একথার খেয়াল রাখবেন যে, চর্বি যেন চামড়াতে অবশিষ্ট না থাকে।

(৭) নাড়িভূড়ি ও চর্বি একপাশে জমা করে, শেষে নাড়িভূড়ির সাথে চর্বিও উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া ধোকাবাজি এবং চুরি। বলে বা চেয়ে কোন কিছু নিবেন না, কেননা; এটাও “ভিক্ষা করার মত”। আর শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে কিছু “চাওয়া” জায়েয নেই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে লোকদের কাছে চায়, সে মুখের মধ্যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপকারীর মতো।”

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫১৭)

(৮) অনেক সময় কুরবানীর পশুর মাংস থেকে উৎকৃষ্ট গোলাকার মাংসের বড় টুকরো গোপনে থলের মধ্যে সরিয়ে ফেলে, এটা প্রকাশ্য চুরি। শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত চেয়ে নেওয়াও সঠিক নয়। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে সম্পদ বৃদ্ধির জন্য লোকদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে, তবে সে আগুনের স্ফুলিঙ্গ প্রার্থনা করে। এখন তার মর্জি যে, আগুনের স্ফুলিঙ্গ কম জমা করুক বা বেশি জমা করুক।” (মুসলিম, ৫১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৪১) হ্যাঁ, যদি লোকদের মাঝে মাংস বন্টনের জন্য যাচ্ছে, আর মাংস বিক্রেতাও নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল তবে সমস্যা নেই।

(৯) মাংসের প্রত্যেক ঐ অংশ যা সাধারণ দিনগুলোতে ব্যবহার

করা হয়ে থাকে, কুরবানীর দিনগুলোতেও ব্যবহার করা উচিত। ফুসফুস ও চর্বি ইত্যাদি টুকরো টুকরো করে মাংসের সাথে বন্টন করে দেয়া যুক্তিযুক্ত। এ রকম জিনিসকে ফেলে দেয়া উচিত নয়, যদি নিজে খাওয়া বা মাংসের সাথে বন্টন করতে না চায় তবে এটাও হতে পারে, যে ভিক্ষুকরা নিতে চায়, তাকে ডেকে দেয়া যায় বা কাউকে সৌপর্দ করা যায় যে, কোন অভাবীকে দিয়ে দিবে বরং সতর্কতা এটার মধ্যে, নিজেই কোন মুসলমানকে দিয়ে দিবেন। এই মাসআলা মনে রাখবেন! অমুসলিমকে চামড়াতো দূরের কথা, কুরবানীর মাংস থেকে একটি টুকরাও দেয়া জায়েয নেই।

(১০) যদি পশুর গলায় রশি, নোলক, চামড়ার পাট্টা, গড়গড়ি, মালা ইত্যাদি থাকে, তবে ঐগুলোকে যেকোনভাবে ছুরি দিয়ে কেটে নয় বরং নিয়মানুযায়ী খুলে বের করে নেয়া উচিত যেন নাপাক না হয়। বের করা ব্যতীত জবেহ করাবস্থায় ঐসব জিনিস রক্তাক্ত হয়ে যায় আর মাসআলা হলো, কোন পবিত্র জিনিসকে বিনা প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবে নাপাক করা হারাম। অবশ্য যদি নাপাক হয়েও যায়, তখনো ঐগুলো ফেলে দেয়া উচিত নয়। পবিত্র করে নিজে ব্যবহার করবে বা কোন মুসলমানকে দিয়ে দিবে। মনে রাখবেন! সম্পদ নষ্ট করা হারাম।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

(১১) ছুরি চালানোর পূর্বে পশুর গলার চামড়া নরম করার জন্য যদি পবিত্র পানির পাত্রে অপবিত্র রক্তমাখা হাত দিয়ে অঞ্জলি ভরে নিল, তবে অঞ্জলির এবং পাত্রের সব পানি নাপাক হয়ে গেল। এখন ঐ পানি গলায় ঢালবেন না। এটার সহজতর পদ্ধতি হলো, যার পশু তাকে বলুন, তিনি যেন পবিত্র পানির গ্লাস ভর্তি করে নিজের হাতেই পশুর গলায় ঢালে কিন্তু এ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী, গ্লাস থেকে পানি ঢালার বা ছিটানোর সময় মাঝখানে নিজের কোন রক্তাক্ত হাত দিবেন না। এ কথা শুধু কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট নয়। যখনই জবেহ করবেন এটার প্রতি খেয়াল রাখবেন।

(১২) জবেহের পর রক্তাক্ত ছুরি ও রক্তাক্ত হাত ধোয়ার জন্য পানির বালতিতে ডুবিয়ে দেয়াতে ছুরি ও হাত পবিত্র হয় না বরং উল্টো বালতির সব পানি নাপাক তথা অপবিত্র হয়ে যায়। অধিকাংশই এভাবে অপবিত্র পানি দ্বারা চামড়া ছাড়ানোতে সাহায্য নিয়ে থাকে, আর এই পানি মাংসের ভিতরের অংশে জমা রক্ত ধোয়ার জন্যও প্রবাহিত করা হয়ে থাকে। মাংসের ভিতরের জমা রক্ত পবিত্র হয়ে থাকে কিন্তু এই অপবিত্র পানি প্রবাহিত করার কারণে এ ক্ষতি হয় যে,

এই অপবিত্র পানি যেখানেই লাগে, মাংসের পবিত্র অংশকে অপবিত্র করতে থাকে। এরকম করবেন না।

(১৩) কসাইর জন্য এটা আবশ্যক যে, কুরবানীর ঈদের সমসাময়িক প্রচলন ও নিয়ম অনুযায়ী কুরবানীর মাংসকে টুকরো করে দিবে। কিছু কসাই তাড়াহুড়ার কারণে মাংসের বড় বড় টুকরো করে। পায়ের হাড়গুলোকে (পায়াগুলোকেও) ভালভাবে ভেঙ্গে দেয় না এবং মাথার খুলিকে যেভাবে আছে সেভাবে রেখে চলে যায়, এরকম করবেন না। এভাবে কুরবানী দাতা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় আর অনেক সময় মাথার খুলি ইত্যাদি ফেলে দিতে বাধ্য হয়। কিছু লোক ধৈর্য ধারণ করার পরিবর্তে কসাইকে খারাপ খারাপ গালি গালাজ দেয়া এবং অনেক গুনাহে ভরা কথা বলে। হ্যাঁ! ইজারা (চুক্তি) করার সময় কসাই বলে দিলো যে, মাথার খুলি বানিয়ে দিব না, তবে এখন যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দেওয়াতে কোন সমস্যা নেই।

(১৪) কিছু কসাই লোভের কারণে একাধিক পশু বুকিং করে নেয় এবং এক জায়গায় ছুরি চালিয়ে অন্য জায়গায় চলে যায়, অতঃপর ঐখানে পশু জবাই করে প্রথম জায়গায় ফিরে এসে চামড়া ছাড়াতে লেগে যায় এবং এখন অন্য জায়গার মালিক

অপেক্ষার আগুনে জ্বলতে থাকে। এভাবে লোকেরা অনেক কষ্টে পড়ে যায়। কসাইকে মন্দ কথা বলে আর গুনাহের দরজা খুলে যায়। কসাইর উচিত, কাজ এতটুকু নেয়া, যতটুকু সে ভালভাবে করতে পারবে এবং কারো কোন অভিযোগের সুযোগ পাবেনা।

(১৫) কসাইদের উচিত, মাংস কাটার সময় হারাম অংশ পৃথক করে ফেলে দেয়া। যে মাংস খাবে, তার উপর জবেহকৃত পশুর হারাম অংশগুলোর পরিচয় জানা ফরয এবং মাকরূহে তাহরীমী অংশগুলোর পরিচয় জানা ওয়াজিব। যেন হারাম অংশগুলো খেয়ে না ফেলে। (মাংসের হারাম অংশগুলোর বর্ণনা সামনে আসছে)

(১৬) মাংস বিক্রেতার উচিত, কুরবানীর দিনে টাকার লোভের কারণে শরীয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করে শত পশু কাটতে গিয়ে নিজের আখিরাতকে ধ্বংস করার পরিবর্তে শরীয়াত অনুযায়ী শুধুমাত্র একটি পশুই ভালভাবে কাটুন। اِنْ شَآءَ الله উভয় জগতে সেটার অনেক বরকত লাভ করবেন। আর এই কাজে টাকার লোভে তাড়াহুড়ার কারণে অনেকসময় অনেক গুনাহে লিপ্ত হতে হয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

(১৭) কিছু মাংস বিক্রেতা বিক্রির ছোট বড় পশুর চামড়া ছাড়ানোর পরে মাংসের ভিতরে হৃদপিন্ডকে কেটে তাতে বা রক্তের বড় শিরার মধ্যে পাইপের মাধ্যমে পানি ঢুকিয়ে দেয়, এরকম করার কারণে মাংসের ওজন বেড়ে যায়। এভাবে মাংস ধোঁকার মাধ্যমে বিক্রি করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। অনেক মুরগীর মাংস বিক্রেতা জবেহ করার পর মুরগীর পালক তুলে পেট পরিষ্কার করে শুধু হৃদপিন্ড রেখে দেয়, অতঃপর ঐ মুরগীকে প্রায় ১৫ মিনিট পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখে। এতে এর ওজন প্রায় ১৫০ গ্রাম বেড়ে যায়। জবেহকৃত দুর্বল ছাগলকে বাশেঁর চোংগার মাধ্যমে মুখে বাতাস দিয়ে মাংসকে ফুলিয়ে দেয়। গ্রাহক মাংস নিয়ে ঘরে পৌঁছতেই বাতাস বের হয়ে তাতে শুধু হাড়েই থেকে যায়। এটাও সরাসরি ধোঁকা। বিশেষতঃ কুরবানীর দিনগুলোতে ওজনের মাধ্যমে যে ছাগল বিক্রি করা হয়, তাতে অধিকাংশ ছাগলকে বেশন ও খুব পানি পান করিয়ে ওজন বাড়ানো হয়। এভাবে ধোঁকার মাধ্যমে বিক্রি করাও গুনাহ। মনে রাখবেন! হারাম উপার্জনে কোন কল্যাণ নেই। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে হারামের এক

লোকমাও খেল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায সমূহ কবূল করা হবেনা, আর চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার দোয়া কবূল হবেনা।” (আল ফিরদাউস বিমাচুরিল খাত্তাব, ৩য় খন্ড, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮৫৩) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: “মানুষের পেটে যখন হারাম লোকমা পড়ে, আসমান ও যমীনের সকল ফিরিশতা তার উপর ঐ হারাম লোকমা তার পেটে থাকা পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকে। আর যদি এ অবস্থায় সে মারা যায় তাহলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।” (মুকাশাফাতুল কুলুব, ১০ পৃষ্ঠা)

(১৮) ভাল কাজের মধ্যে অবশ্যই সময় বেশি লাগে। এটাও হতে পারে একই পেশার লোক ঠাট্টা করবে, কিন্তু এর উপর ধৈর্য্যধারণ করুন। সাবধান! কখনো যেন শয়তান ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত করে গুনাহে ফাসিয়ে না দেয়!

(১৯) মাংসের যে অংশ গোবর বা জবেহের সময় নির্গত রক্তে রক্তাক্ত হয়ে যায়, তা পৃথক করে রাখুন আর মাংসের মালিককে বলুন, যেন এটাকে আলাদাভাবে পবিত্র করতে পারে। রান্না করার সময় যদি একটিও অপবিত্র টুকরা দেওয়া হয়, তবে ঐ সম্পূর্ণ ডেকচির কোরমা বা বিরিয়ানী অপবিত্র করে দিবে, আর তা খাওয়া হারাম হয়ে যাবে। মনে রাখবেন! জবেহের

পর ঘড়ের কাটা অংশে থাকা রক্ত এবং মাংসের মধ্যে (যেমন; পেটের মধ্যে বা ছোট ছোট রগের মধ্যে) যেসব রক্ত থেকে যায় তা আর হৃদপিন্ড, কলিজা ইত্যাদির রক্ত পবিত্র। হ্যাঁ, জবেহের সময় যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, তা যদি ঘাড় ইত্যাদিতে লাগে, তবে তা অপবিত্র করে দিবে।

(২০) কসাই ও পশুর মালিকের উচিত, পরস্পর পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে নেয়া। কেননা, মাসআলা হলো, যেখানে পারিশ্রমিক দেয়া-নেয়ার প্রচলন রয়েছে, সেখানে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা ওয়াজিব। এ অবস্থায় পারিশ্রমিক নির্ধারণ করার পরিবর্তে এরূপ বলা, কাজে লেগে যাও দেখা যাবে, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে দিব, খুশি করব, মূল্য পেয়ে যাবে ইত্যাদি শব্দ সমূহ যথেষ্ট নয়। নির্ধারণ না করে পারিশ্রমিক দেয়া-নেয়া গুনাহ। নির্ধারণকৃত পরিমাণ থেকে অতিরিক্ত চাওয়াও নিষেধ। হ্যাঁ, যেখানে এরকম চুক্তি হলো, মালিক বলল: কিছু দিব না, কসাই বলল: কিছু নিব না, আর পরবর্তীতে মালিক নিজের ইচ্ছায় কিছু দিয়ে দেয় তবে এই লেনদেন করাতে কোন ক্ষতি নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

মাংসের এমন ২২টি অংশ, যা খাওয়া যাবে না

“ফয়যানে সুন্নাত” ১ম খন্ডের ৪০৫-৪০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমামে আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হালাল পশুর সব অংশই হালাল কিন্তু কিছু অংশ আছে যা খাওয়া হারাম, নিষিদ্ধ অথবা মাকরূহ। যেমন: (১) রগের রক্ত (২) পিত্ত (৩) মূত্রথলি (৪, ৫) পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ (৬) অন্ডকোষ (৭) জোড়া, শরীরের গাঁট (৮) হারাম মজ্জা (৯) ঘাড়ের দো পাট্টা, যা কাঁধ পর্যন্ত টানা থাকে (১০) কলিজার রক্ত (১১) প্লীহার রক্ত (১২) মাংসের রক্ত, যা যবেহ করার পর মাংস থেকে বের হয় (১৩) হৃদপিন্ডের রক্ত (১৪) পিত্ত অর্থাৎ ঐ হলদে পানি যা পিত্তের মধ্যে থাকে (১৫) নাকের আর্দ্রতা (ভেড়া-ভেড়ীর মধ্যে অধিক হারে থাকে) (১৬) পায়খানার রাস্তা (১৭) পাকস্থলি (১৮) নাড়িভূড়ি (১৯) বীর্য (২০) ঐ বীর্য, যা রক্ত হয়ে গেছে (২১) ঐ বীর্য, যা মাংসের টুকরো হয়ে গেছে (২২) ঐ বীর্য, যা পূর্ণ জনোয়ার হয়ে গেছে এবং মৃত অবস্থায় বের হয়েছে অথবা জবেহ করা ছাড়া মারা গেছে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ২৪০-২৪১ পৃষ্ঠা)

অভিজ্ঞ কসাইরা এসব হারাম বস্তু বের করে ফেলে দিয়ে থাকে কিন্তু অনেকের তা জানা থাকে না কিংবা অসাবধানতাবশতঃ এরকম করে থাকে। তাই আজকাল প্রায় অজ্ঞাতবশতঃ যেসব জিনিস তরকারীর সাথে রান্না করা হয়, সেগুলোর পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করছি।

রক্ত

জবাই করার সময় যে রক্ত বের হয় সেটাকে “দমে মাসফূহ” (প্রবাহিত রক্ত) বলা হয়। তা অপবিত্র, খাওয়া হারাম, জবাই করার পর যে রক্ত মাংসের মধ্যে থেকে যায়, যেমন- ঘাড়ের কাটা অংশে, হৃদপিন্ডের ভিতর, কলিজা, প্লীহা ও মাংসের অভ্যন্তরিণ ছোট ছোট রগের মধ্যে, এসব যদিও নাপাক নয় তবুও এসব রক্ত খাওয়া নিষিদ্ধ। তাই রান্না করার পূর্বে এগুলো পরিস্কার করে নিন। মাংসের মধ্যে কিছু জায়গায় ছোট ছোট রগে রক্ত থাকে তা চোখে পড়া খুবই কঠিন। রান্নার পর ঐ রগগুলো কালো রেখার ন্যায় হয়ে যায়। বিশেষতঃ মগজ, মাথা, পা ও মুরগীর রান ও ডানার মাংস ইত্যাদির মধ্যে হালকা কালো রেখা দেখা যায়, খাওয়ার সময় তা বের করে ফেলে দিন। মুরগীর হৃদপিন্ডও সরাসরি রান্না

করবেন না, লম্বাতে চার ভাগ করে কেটে ফাঁক করে প্রথমে সেটার রক্ত ভালভাবে পরিস্কার করে নিন।

হারাম মজ্জা

এটা সাদা রেখার মতো হয়ে থাকে। মগজ থেকে শুরু করে ঘাড়ের মাঝখানে পুরো মেরুদন্ডের হাড়ের শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। অভিজ্ঞ কসাই ঘাড় ও মেরুদন্ডের হাড়ের মাঝখান থেকে ভেঙ্গে দু’টুকরো করে হারাম মজ্জা বের করে ফেলে দেয়। কিন্তু অনেক সময় অসাবধানতাবশতঃ কম বেশি থেকে যায় ও তরকারী বা বিরিয়ানী ইত্যাদির সাথে রান্নাও হয়ে যায়। সুতরাং ঘাড়, সীনা কিংবা পাঁজরের মাংস ও কোমরের মাংস ধোয়ার সময় হারাম মজ্জা খুঁজে বের করে ফেলে দিন। এটা মুরগী ও অন্যান্য পাখির ঘাড়ে ও মেরুদন্ডের হাঁড়েও থাকে রান্না করার পূর্বে তা বের করা খুবই কঠিন। সুতরাং খাওয়ার সময় বের করে নেয়া উচিত।

পাট্টা

ঘাড় মজবুত থাকার জন্য ঘাড়ের দু দিকে (হালকা) হলদে রংয়ের দুটি লম্বা লম্বা পাট্টা থাকে, যা কাঁধ পর্যন্ত টানা

অবস্থায় থাকে। এ পাট্টাগুলো খাওয়া হারাম। গরু ও ছাগলের পাট্টাগুলো সহজে দেখা যায় কিন্তু মুরগী ও পাখির ঘাড়ের পাট্টা সহজে দেখা যায় না। খাওয়ার সময় খুঁজে বা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে জিজ্ঞাসা করে তা বের করে ফেলুন।

শরীরের গাঁট

ঘাড়ে, কণ্ঠনালীতে ও কিছু জায়গায় চর্বি ইত্যাদিতে ছোট বড় কোথাও লাল আবার কোথাও মাটি রংয়ের গোল গোল গাঁট থাকে। সেগুলোকে আরবীতে গুদ্দাহ, উর্দূতে গুদূদ (ও বাংলায় গাঁট) বলা হয়। এগুলো খাবেন না। রান্না করার পূর্বে খুঁজে করে এগুলো ফেলে দেয়া উচিত। যদি রান্নাকৃত মাংসেও দেখা যায় তবে ফেলে দিন।

অন্ডকোষ

অন্ডকোষকে খুসইয়া, ফাওতাহ বা বায়দাহও বলা হয়। এগুলো খাওয়া মাকরূহে তাহরীমা। তা গরু, ছাগল ইত্যাদি পুরুষ প্রজাতির মধ্যে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। মোরগের পেট খুলে অন্ত্র (ভূড়ি) সরালে পিঠের অভ্যন্তরিন উপরিভাগে ডিমের ন্যায় সাদা দুটো ছোট ছোট বিচি ন্যায়

দেখা যাবে এগুলোই হচ্ছে অন্ডকোষ। এগুলো বের করে ফেলুন। আফসোস! মুসলমানদের অনেক হোটেলে হৃদপিন্ড, কলিজা ছাড়া গরু ছাগলের অন্ডকোষও তাবায় ভুনে পেশ করা হয়। সম্ভবত হোটেলের ভাষায় এ ডিসকে "কাটাকাট" বলা হয়। সম্ভবত এটাকে কাটাকাট এজন্য বলা হয়, গ্রাহকের সামনেই হৃদপিন্ড বা অন্ডকোষ ইত্যাদি ঢেলে প্রচণ্ড আওয়াজ সহকারে তাবার উপর কাটে ও ভুনে, এতে কাটাকাটের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়।

ওজুরি

ওজুরির ভিতর আবর্জনা ভরা থাকে, এটাও খাওয়া মাকরূহে তাহরীমী। কিন্তু মুসলমানদের একাংশ রয়েছে, যারা আজকাল এটা আগ্রহভরে খেয়ে থাকে।

কুরবানীর চামড়া সংগ্রহকারীর জন্য ২২টি নিয়্যত এবং সতর্কতা

নবী করীম ﷺ এর দু'টি বাণী: (১) "মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম।" **(মুজাম কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৯৪২)** (২) "ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়।" **(আল ফিরদাউছ বিমাছুরিল খাত্তাব, ৪র্থ খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৮৯৫)**

মাদানী ফুল:

❊ ভাল নিয়্যত যত বেশি, সাওয়াবও তত বেশি।

(১) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভালো ভালো নিয়্যত করছি (২) প্রতিটি মূহুর্তে শরীয়াত ও সুন্নাতের আঁচল আকঁড়ে ধরবো (৩) কুরবানীর চামড়া সংগ্রহ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহযোগীতা করবো (৪) লোকেরা যতই খারাপ আচরণ করুক, রাগান্বিত হওয়া ও (৫) দুশ্চরিত্র থেকে বিরত থেকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মান-সম্মান রক্ষা করবো (৬) কুরবানীর চামড়া সংগ্রহের জন্য যতই ব্যস্ততা থাকুক শরয়ী ওজর ছাড়া কোন নামাযের জামাআত তো দুরের কথা তাকবীরে ঊলাও ছাড়বো না (৭) পবিত্র পোষাক ইমামা শরীফসহ তেহবন্দ শপিং ব্যাগ ইত্যাদিতে নিয়ে নামাযের জন্য সাথে রাখবো। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা; জবেহের সময় নির্গত রক্ত নাজাসাতে গলিজা (বড় নাপাকী) এবং প্রস্রাবের মত অপবিত্র আর চামড়া সংগ্রহকারীর জন্য নিজের কাপড় পবিত্র রাখা খুবই কঠিন। **‘বাহারে শরীয়াত’** ১ম খন্ডের ৩৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: ‘নাজাসাতে গলিজার হুকুম হচ্ছে, যদি কাপড়ে বা শরীরে এক দিরহামের চেয়ে বেশি লাগে, তবে তা পবিত্র করা ফরয। তা পবিত্র না করে কোন নামায আদায় করলে তা হবেনা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আদায় করা গুনাহের কাজ। আর যদি শরীয়াতের

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” **(কানযুল উম্মাল)**

এই হুকুমকে হালকা মনে করে নামায পড়ে, তবে তা কুফরী হবে। আর যদি দিরহামের সমপরিমাণ হয়, তবে তা পবিত্র করা ওয়াজিব। তা পবিত্র না করে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী। অর্থাৎ এমন নামায পূনরায় আদায় করা ওয়াজিব। ইচ্ছাকৃতভাবে আদায় করলে গুনাহগার হবে। আর যদি নাপাকী দিরহাম থেকে কম হয়, তবে পবিত্র করা সুন্নাত। আর তা পবিত্র না করে নামায আদায় করা সুন্নাতের বিপরীত। এই নামায পূনরায় আদায় করে দেয়া উত্তম। (৮) মসজিদ, ঘর, মাকতাব (অফিস), মাদরাসা ইত্যাদির ফ্লোরকে, চাটাই, কার্পেট ও অন্যান্য জিনিসসমূহকে রক্তাক্ত হওয়া থেকে বাচাঁবো (ওযুখানার ভিজা ফ্লোর বা পা রাখার জায়গা ইত্যাদির উপর রক্তাক্ত পা নিয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকা এবং ওযু করতে গিয়ে খুব সর্তকতা অবলম্বনের প্রয়োজন। নতুবা অপবিত্রতার ময়লা ও অপবিত্র পানির ছিটা, নিজেকে এবং অন্যান্যদেরকেও অপবিত্র করার সম্ভাবনা থাকে) (৯) রক্তাক্ত দূর্গন্ধময় কাপড় নিয়ে মসজিদে যাবোনা (দূর্গন্ধ না হলেও অপবিত্র শরীর বা কাপড় নিয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ। আঘাত, পোঁড়া, কাপড়, পাগড়ী, চাদর, শরীর বা হাত, মুখ ইত্যাদি থেকেও দূর্গন্ধ আসলে তখনো মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। **‘ফয়যানে সুন্নাত’** ১ম খন্ডের ১২১৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: ‘মসজিদকে দূর্গন্ধ থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” **(কানযুল উম্মাল)**

এজন্য মসজিদে কেরোসিন তেল জ্বালানো হারাম। মসজিদে দিয়াশলাই জ্বালানো হারাম।’ এমনকি হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে: ‘মসজিদে কাঁচা মাংস নিয়ে যাওয়া জায়িজ নেই।’ **(ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৪৮)** অথচ কাঁচা মাংসের দূর্গন্ধ অনেকটা হালকা হয়ে থাকে। (১০) কলম, রসিদ বই, প্যাড, গ্লাস, চায়ের কাপ ইত্যাদি পবিত্র জিনিসে অপবিত্র রক্ত লাগতে দিব না। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: পবিত্র জিনিসকে (শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া) অপবিত্র করা হারাম। (১১) যে (ব্যক্তি) অন্য প্রতিষ্ঠানকে চামড়া দেওয়ার ওয়াদা করেছে, তাকে কুপরামর্শ দিব না। সহজ পদ্ধতি হলো; ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে আপনি সারা বছর তার প্রতি মনোযোগ দিন এবং নিজে প্রথমে গিয়ে চামড়া বুকিং করে রাখুন। (১২) নিজেদের নির্ধারিত চামড়া কোন সুন্নী প্রতিষ্ঠানের লোক যদি নেওয়ার জন্য না আসে বা (১৩) ভুলে নিজের কাছে চলে আসে তবে সাওয়াবের নিয়্যতে ঐ প্রতিষ্ঠানে দিয়ে আসবো। (১৪) যে চামড়া দিবে তাকে সম্ভব হলে মাকতাবাতুল মদীনার কোন পুস্তিকা বা লিফলেট উপহার হিসেবে পেশ করবো। (১৫) এমনকি তাকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ جَزَاكَ الله বলবো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলনা, তবে সে **আল্লাহ পাকের**ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলনা।”

(তিরমিযী শরীফ, ৩য় খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৬২) (১৬) চামড়া দাতার উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করে তাকে সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও (১৭) মাদানী কাফিলায় সফর ইত্যাদির দাওয়াত পেশ করবো। (১৮) পরবর্তীতেও তার সাথে যোগাযোগ রেখে চামড়া দেওয়ার ইহসানের বদলা হিসেবে তাকে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করবো যদি (১৯) সে মাদানী পরিবেশের সাথে আগে থেকে সম্পৃক্ত থাকে তাহলে তাকে মাদানী কাফিলার মুসাফির বা (২০) নেক আমলের আমলকারী বানাবো। (২১) কোন না কোন আরো মাদানী কাজের ব্যবস্থা করবো। (জিম্মাদারদের উচিত, পরবর্তীতে সময় বের করে চামড়া দাতাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যাওয়া, এমনকি ঐসব দাতাদেরকে এলাকায় বা যেভাবে সম্ভব হয় একত্রিত করে সংক্ষিপ্ত নেকীর দাওয়াত এবং পুস্তিকা বন্টনের ব্যবস্থা করবো। পুস্তিকা বন্টনের জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামী**র চাঁদা থেকে নয় বরং আলাদা ভাবে ব্যবস্থা করতে হবে।) (২২) কাছে বা দূরে যেখানেই চামড়া সংগ্রহের জন্য (অথবা বস্তা বা যেকোন মাদানী কাজ করার জন্য) জিম্মাদার ইসলামী ভাই নির্দেশ দেয় তার নির্দ্বিধায় আনুগত্য করবো। **(এইসব নিয়্যত সংখ্যায় অনেক কম, নিয়্যত সম্পর্কিত জ্ঞানী ব্যক্তি আরো অনেক নিয়্যত বের করে নিতে পারেন।)**

একটি গুরুত্বপূর্ণ শরীয়াতের মাসয়ালা

সর্বদা কুরবানীর চামড়া ও নফল দান অনুদান “কুল্লী ইখতিয়ারাত” অর্থাৎ যে কোন নেক ও জায়িজ কাজে খরচ করার অনুমতির নিয়্যতে দান করুন। কেননা; যদি নির্দিষ্ট করে দেয়, যেমন বলে যে, এই দান **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদরাসার জন্য, তবে এখন তা মসজিদ অথবা অন্য কোন বিষয়ে ব্যবহার করা গুনাহ। আদায়কারীরও উচিত, যদি কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য চাঁদা আদায় করে তবে সর্তকতামূলক এটা বলে দেয়া, এই চাঁদার টাকা **দা’ওয়াতে ইসলামী** যেখানে প্রয়োজন মনে করবে, সেখানে নেক ও জায়িজ কাজে খরচ করবে। মনে রাখবেন! চাঁদা দানকারী যদি হ্যাঁ সুচক বাক্য বলে এবং সে চাঁদা বা চামড়া ইত্যাদির আসল মালিক হলেই এর অনুমতি সাব্যস্ত হবে। এই জন্য চাঁদা বা চামড়া দাতার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নিন যে, এটা কার পক্ষ থেকে? যদি অন্য কারো নাম বলে, সে ক্ষেত্রে তার হ্যাঁ বলা যথেষ্ট হবেনা। আসল মালিকের সাথে ফোন বা অন্য কোন ভাবে যোগাযোগ করে অনুমতি নিয়ে নিন। (যাকাত ও ফিত্‌রা দাতাদের কাছ থেকে ‘কুল্লী ইখতিয়ারাত’

নেওয়ার প্রয়োজন নেই, কেননা; তা শরয়ী হিলার মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়।) **মাদানী অনুরোধ:** কুরবানী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য **‘বাহারে শরীয়াত’** ৩য় খন্ডের ৩৩৭-৩৫৩ পৃষ্ঠায় দেখুন।

রকসে বিসমল কি বাহারে তো মিনা মে দেখে
দিলে খোননা বা ফাসা খা ভি তড়পনা দেখো।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه!　اَسْتَغْفِرُ اللّٰه
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় নবী ﷺ
এর প্রতিবেশী হওয়ার
প্রত্যাশী।

২১ যিলকাদাতুল হারাম ১৪৩২ হিঃ
18-10-2011

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআনে পাক	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	মিরাতুল মানাজিহ	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
সহীহ বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	আশ'আতুল লুমাত	কোয়েটা
সহীহ মুসলিম	দারুল ইবনে হাজম, বৈরুত	আল জাওয়াজিরআন আকতারাফুল কাবাইর	দারুল মারেফাত, বৈরুত
সুনানে তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	মুকাশাফাতুল কুলুব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
সুনানে ইবনে মাযাহ	দারুল মারেফাত, বৈরুত	লাতাইফুল মানান ওয়াল আখলাক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মুসনদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	দুররাতুন নাছেহিন	দারুল ফিকির, বৈরুত
আল সুনানুল কাবীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	হায়াতুল হায়ওয়ান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
আল মুসতাদারুরাক	দারুল মারেফাত, বৈরুত	হেদায়া	দার ইহইয়াউত তারাসুল আরাবী, বৈরুত
মাজমু কাবীর	দার ইহইয়াউত তারাসুল আরাবী, বৈরুত	দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুখতার	দারুল মারেফাত, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	আলমগীরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
আল ফিরদাউস বিমাচুরুল খাত্তাব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী
আল জামেউস সগীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
মিরকাতুল মাফাতিহ	দারুল ফিকির, বৈরুত	ফতোওয়ায়ে আমজাদিয়া	মাকতাবায়ে রযবীয়া বাবুল মদীনা করাচী

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

প্রথমে কলিজা আহার করতেন

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুরবানীর ঈদের দিন কিছু খেতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত (ঈদের নামায আদায় করে) ফিরে আসতেন না অতঃপর আপন কুরবানীর মাংস আহার করতেন।[১] অপর বর্ণনায় রয়েছে: নিজের কুরবানীর (মাংস হতে) কলিজা আহার করতেন।[২]

কুরবানীর ঈদের নামাযের পূর্বে খাওয়া কেমন?

❈ কুরবানীর ঈদের দিন সর্বপ্রথম কুরবানীর মাংস খাওয়াই হলো মুস্তাহাব।[৩] ❈ কুরবানীর ঈদে মুস্তাহাব হলো; নামাযের পূর্বে কিছু খাবে না যদিও কুরবানী না করে আর যদি খেয়ে নেয় তবে মুকরূহ নয়।[৪]

---

[১] মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৯ম খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৩০৪৫

[২] মারেফাতুস সুনান ওয়াল আছার লিল বায়হাকী, ৩য় খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৭৭৬

[৩] আল বিনায়া শরহুল হিদায়া, ৩য় খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা

[৪] বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৮৩ পৃষ্ঠা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন 'পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা' করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্যঃ 'আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।' اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য 'মাদানী কাফেলায়' সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

01180070

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা
হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ৩,আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৫২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net